তারিখ ... 8/1/83 ...
পৃষ্ঠা ... 2 কলাম 3 ...

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার

॥ ডাঃ আবদুল মমিন চৌধুরী ॥

বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাণকেন্দ্র এর গ্রন্থাগার। বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারকে ঘিরে গড়ে উঠে এর একাডেমিক মান ও উৎকর্ষ। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার শুরু থেকে ১৯২১ সালে তদানীন্তন ঢাকা কলেজের মাত্র ষোল হাজার বই নিয়ে বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগারের যাত্রা শুরু। আজ গ্রন্থাগারটি নিঃসন্দেহে দেশের সর্ববৃহৎ গ্রন্থাগার। জাতীয় গ্রন্থাগারের অভাবে জাতীয় জীবনের গ্রন্থাগার সম্পর্কীয় যাবতীয় চাহিদা একেই মিটাতে হচ্ছে।

সাবিক চাহিদা পূরণের লক্ষ্যে বিগত কয়েক বছর যাবৎ সীমিত আথিক বরাদ্দের মধ্যে গ্রন্থাগারকে পুনর্বিন্যাস করা হয়েছে। বর্তমানে গ্রন্থাগারের সমগ্র কর্মকাণ্ড তিনটি পৃথকভবনে নিষ্পন্ন হচ্ছে— প্রধান ভবন, প্রশাসনিক ভবন ও বিজ্ঞান ভবন। প্রধান ভবনে বিজ্ঞান ও জীব-বিজ্ঞান অনুষদ ব্যতীত অন্যান্য অনুষদের বই, সাময়িকী, গবেষণা উপাদান এবং রেয়ার ও রেফারেন্সের উপাদান সন্নিবেশিত হয়েছে। এই ভবনে একই সময়ে প্রায় পাঁচশত পাঠক-পাঠিকা বসে পড়ার সুযোগ পাচ্ছেন। শিক্ষক ও গবেষকবৃন্দের জন্য আলাদা 'কিউবিকল' রয়েছে।

প্রশাসনিক ভবনের (প্রাক্তন পাবলিক লাইব্রেরী ভবনের) নীচতলায় একটি কক্ষকে আধুনিক পাঠকক্ষে পরিবর্তিত করে 'পিরিওডিক্যাল ও জার্ণাল' পাঠকক্ষ হিসাবে চালু করা হয়েছে। অতীতে জার্ণাল ও পিরিওডিক্যাল পাঠকদের ধরা-ছোঁয়ার বাইরে ছিল। এখন তাঁরা সংগৃহীত সব জার্ণাল, পিরিওডিক্যাল ও সংবাদপত্র তাঁদের হাতের কাছে পাচ্ছেন। এই ব্যবস্থা সাম্প্রতিককালে গৃহীত একটি নূতন পদক্ষেপ। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগারে প্রায় চার শত দেশী ও বিদেশী সাময়িকী সংগ্রহ করা হয়।

প্রশাসনিক ভবনে অবস্থিত অন্যান্য শাখাগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য শাখা পাণ্ডুলিপি এবং রিপ্রোগ্রাফি শাখাদ্বয়ের অবস্থান। গ্রন্থাগারের পাণ্ডুলিপি শাখাটি নিঃসন্দেহে উল্লেখের দাবী রাখে। গ্রন্থাগারের মোট পরিচায়িত পাণ্ডুলিপির সংখ্যা বর্তমানে প্রায় পনর হাজার। তাছাড়া এখনও আটটি আলমারীতে রক্ষিত পাণ্ডুলিপিসমূহ চিহ্নিত করার অপেক্ষায় রয়েছে। এই শাখায় সংরক্ষিত প্রাচীন দুষ্প্রাপ্য পাণ্ডুলিপি গ্রন্থগুলোকে সূচারুরূপে বিন্যস্ত, পরিচায়িত, তালিকাভুক্ত করা এবং সুষ্ঠুভাবে সংরক্ষণের পরিপ্রেক্ষিতে বিগত কয়েক বছর নিরলস প্রচেষ্টা চালানো হয়েছে। ফলে ইতিমধ্যে এক উল্লেখযোগ্য সংখ্যক বাংলা, সংস্কৃত, প্রাকৃত, হিন্দী, মৈথিলী পাণ্ডুলিপি গ্রন্থকে তালিকাভুক্ত করা সম্ভবপর হয়েছে। তাছাড়া দু'হাজারের অধিক সংস্কৃত গ্রন্থের বর্ণনামূলক তালিকা এবং প্রায় একই সংখ্যক বাংলা পাণ্ডুলিপির তালিকা প্রণীত হয়েছে এবং এগুলি প্রকাশনার অপেক্ষায় আছে। দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলসমূহ থেকে পাণ্ডুলিপি এনে সেগুলোকে মাইক্রোফিল্ম আকারে সংরক্ষণ করা হচ্ছে। জরাজীর্ণ মূল্যবান পাণ্ডুলিপিসমূহকে সংরক্ষণের জন্য লেমিনেশানের ব্যবস্থা রয়েছে। এই অমূল্য ও দুষ্প্রাপ্য সম্পদ সংরক্ষণের জন্য শীতাতপ নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা রয়েছে।

গ্রন্থাগারের রিপ্রোগ্রাফি শাখাটির সংযোজন এবং সাম্প্রতিক পরিবর্ধনের ফলে গ্রন্থাগারটি এখন একটি আধুনিক গ্রন্থাগার বলে পরিগণিত হতে পেরেছে। গত পাঁচ বছর যাবৎ শাখাটি উত্তরোত্তর উন্নয়ন ছাত্র-ছাত্রী ও গবেষকদের জন্যে এক অপরিসীম সুযোগ ও সুবিধার সৃষ্টি করেছে। এই শাখাটি উন্নয়নে ১৯৭৭-৭৮ অর্থ বছর থেকে এ পর্যন্ত প্রায় ২৫ লক্ষ টাকা ব্যয় করা হয়েছে। এই শাখায় সন্নিবেশিত হয়েছে—জিরোক্স মেশিন, ফটো কপি ও মাইক্রোফিল্ম মেশিন, মাইক্রোফিল্ম রিডার ও অন্যান্য আনুষংগিক যন্ত্রপাতি। কোর্স পদ্ধতি চালু এবং গবেষণার প্রতি বিশেষ গুরুত্ব আরোপের ফলে ছাত্র-ছাত্রীদের প্রয়োজনীয় পাঠ্য সামগ্রীর অংশবিশেষের নামমাত্র মূল্যে জিরোক্স কপি এবং শিক্ষক ও গবেষকবৃন্দের গবেষণা উপাদানসমূহের জিরোক্স কপি সরবরাহের ব্যবস্থা করা হয়েছে। মূল্যবান এই মেশিনারিজ সংরক্ষণের জন্য শীতাতপ নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা রয়েছে।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগারের সাবিক উন্নয়ন প্রচেষ্টার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সাম্প্রতিক পদক্ষেপ-এর বিজ্ঞান শাখার জন্য একটি নতুন ভবনের ব্যবস্থা করা। অতীতে গ্রন্থাগারের বিজ্ঞান শাখাটি কার্জন হল এলাকার একটি ভবনের নীচতলায় মাত্র আট হাজার বর্গফুট এলাকা জুড়ে কোনপ্রকারে কাজ চালিয়ে আসছিল। এখানে স্থান সমস্যা, পাঠক-পাঠিকাবৃন্দের পাঠোপযোগী পরিবেশের অভাব, পাঠকক্ষের অভাব ইত্যাদি বিবেচনা করে প্রায় পঁচাত্তর লাখ টাকা ব্যয়ে একটি সুপ্রশস্ত চল্লিশ হাজার বর্গফুট আয়তনবিশিষ্ট দ্বিতল ভবনে বিজ্ঞান শাখাটি ১৯৮২ এর মার্চ মাসে স্থানান্তর করা হয়েছে। ভবনটির নীচতলায় বই ও জার্ণালের ষ্ট্যাক ও উপরতলা ছাত্র-শিক্ষক ও গবেষকবৃন্দের পাঠকক্ষরূপে ব্যবহৃত হচ্ছে। এই ভবনে পিরিওডিক্যাল ও রেফারেন্স শাখা খোলা হয়েছে। সর্বাধুনিক আসবাবপত্রে সজ্জিত, অধ্যয়ন উপযোগী মনোরম পরিবেশ এবং সর্বাত্মক প্রচেষ্টায় ইদানীংকালে সংগৃহীত প্রয়োজনীয় পাঠ্যোপাদানের সমাবেশ, গ্রন্থাগারটির ভবন উৎসাহী পাঠক পাঠিকাবৃন্দকে সহজে আকৃষ্ট করবে। বিজ্ঞানের অত্যাধুনিক পাঠ্যোপাদান সংগ্রহের জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের সীমিত আথিক মঞ্জুরীর মাধ্যমে প্রয়োজনীয় পাঠ্যপুস্তক সংগ্রহ ছাড়াও বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংস্থার সাথে যোগাযোগের মাধ্যমে অধিক সংখ্যক বিজ্ঞানের বই সংগ্রহের জন্য সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালানো হচ্ছে। অল্প সময়ের মধ্যে গ্রন্থাগারের এই শাখায়ও জেরোক্স শাখা খোলা হবে বলে আশা করা হচ্ছে।

বিভাগীয় ছাত্র-ছাত্রী ও শিক্ষকবৃন্দ যাতে তাদের নিতান্ত প্রয়োজনীয় পাঠ্যপুস্তকের চাহিদা তাৎক্ষণিকভাবে মিটাতে পারেন সেই লক্ষ্যে গ্রন্থাগারের পুস্তকের সমৃদ্ধির পাশাপাশি যে সকল বইয়ের মালটিপল কপি সংগৃহীত হচ্ছে তার কপিও বিভাগীয় সেমিনার লাইব্রেরীতে সংযোজন করে বিভাগীয় সেমিনার লাইব্রেরীগুলিকেও উন্নত পর্যায়ে পুনর্বিন্যাসের প্রচেষ্টা অব্যাহত রয়েছে। এই সেমিনার লাইব্রেরীগুলির ব্যবস্থাপনা সংশ্লিষ্ট বিভাগ কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত হয়ে থাকে।

কোর্স পদ্ধতি চালু হওয়ায় ছাত্র-ছাত্রীদের প্রয়োজনীয় টেক্সট বইয়ের মালটিপল কপি আনা হচ্ছে এবং এইগুলি দ্রুততর সংগ্রহের ব্যবস্থা করে যতশীঘ্র সম্ভব শেলফে দেয়ার ব্যবস্থা নেয়া হচ্ছে। পুস্তকাদি সংগ্রহের জন্য চলতি বছরের বরাদ্দসহ পাঁচ বছরে ব্যয় হয়েছে প্রায় দু'কোটি সাড়ে সতর লাখ টাকা এবং তার ফলে এই সময়ে ষাট হাজারের অধিক সংখ্যক বই গ্রন্থাগারে সংযোজিত হয়েছে। সব মিলিয়ে গ্রন্থাগারে বর্তমানে প্রায় ৫ লক্ষ বই রয়েছে।

ছাত্র-ছাত্রী ও শিক্ষকদের পাঠ্য বই সংগ্রহের পাশাপাশি গবেষণার প্রতি যথেষ্ট গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। গবেষণা উপাদানের চাহিদা পূরণের জন্য একটি প্রকল্পের অধীনে দেশ-বিদেশ থেকে গবেষণা উপাদান সংগ্রহ করা হয়েছে—এবং হচ্ছে। এই প্রকল্পের মাধ্যমেই "দি বেঙ্গলী, দি ইংলিশম্যান, ষ্টার অফ ইণ্ডিয়া, সওগাত, মোহাম্মদী" ইত্যাদির মাইক্রোফিল্ম সংগৃহীত হয়েছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগারে সংরক্ষিত গবেষণা উপাদানসমূহের একটি শ্রেণীবিন্যস্ত তালিকা "এ ক্যাটালগ অফ রিসার্চ রিসোর্সেস এ্যাট দি ঢাকা ইউনিভার্সিটি লাইব্রেরী" প্রকাশিত হয়েছে। এই গ্রন্থটিতে সাড়ে সাত হাজারের মত গবেষণা উপাদানকে পরিচায়িত করা হয়েছে। এই প্রকল্পটির কাজ অব্যাহত গতিতে এগিয়ে চলছে।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগারটিকে সময়োপযোগী একটি উন্নততর অত্যাধুনিক গ্রন্থাগার হিসেবে গড়ে তোলা, ব্যবহারিক সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি এবং কোর্স পদ্ধতি চালু হওয়ায় উদ্ভূত পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে ছাত্র-শিক্ষক-গবেষকবৃন্দের সাহায্য ও সহযোগিতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে সর্বাত্মক প্রচেষ্টা অব্যাহত রয়েছে। তবে একথা অনস্বীকার্য যে, প্রয়োজনের তুলনায় আথিক বরাদ্দ কম। দেশের এই মহান বিদ্যাপীঠে শিক্ষার পরিবেশের উন্নতির সাথে সাথে শিক্ষার মান ও উৎকর্ষ বৃদ্ধি হোক—এটা সকলেরই কাম্য।